Bangladesh Affairs

(A Complete Solution for Jobs)

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়ার জন্যঃ

আপনার আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে Ctrl + Shift + H) এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

সূচিপত্রের জন্য আপনার ই-বুক রিডারের বামপাশের স্লাইড বারের বুকমার্ক মেনু ওপেন করুন..

আপনার মোবাইল ই-বুক রিডারের নিচের অপশন বারের বুকমার্ক[Bookmarks] অথবা [Content of Book] মেনু ওপেন করুন...

বাংলাদেশ পরিচিতি

☆ বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা ৪৭১২ কি.মি. (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল) অথবা ৫১৩৮ কি.মি. (সূত্র: বিজিবি).

☆ বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১৬ কি.মি. (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল) অথবা ৭১১ কি.মি. (সূত্র: বিজিবি).

☆ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা মোট ৩২টি। ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩০টি এবং মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩টি। ভারত এবং মিয়ানমার উভয় দেশের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র জেলা রাঙামাটি।

☆ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য ৫টি। যথা- আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ।

☆ বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের ১১১টি ছিটমহল আছে এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল আছে ৫১টি।

☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডং বা বিজয় (উচ্চতা: ১২৩১ মিটার)।

☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় হলো গারো পাহাড়।

☆ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত (দৈর্ঘ্য: ১২০ কি.মি.)।

☆ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হলো সেন্টমার্টিন (আয়তন ৮ বর্গ কি.মি.) যা বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন।

☆ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী (আয়তন ২৬৮ বর্গ কি.মি.)।

☆ বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল); ৩১০টি (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক)।

☆ বাংলাদেশের দীর্ঘতম, প্রশস্ততম এবং গভীরতম নদী হচ্ছে মেঘনা।

☆ যমুনা নদীতে সবচেয়ে বেশি চর আছে।

☆ কর্ণফুলি হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী।

☆ বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী হচ্ছে নাফ এবং বাংলাদেশে এবং ভারতকে বিভক্তকারী নদী হচ্ছে হাড়িয়াভাঙ্গা (সুন্দরবন)।

☆ হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে পদ্মা নদীর উৎপত্তি।

☆ আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড় থেকে মেঘনা নদীর উৎপত্তি।

www.bcsourgoal.com.bd

☆ তিব্বতের হিমালয়ের কৈলাশ শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর হ্রদ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি।

☆ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল ওচলনবিলহ।

☆ বাংলাদেশের শীতলতম স্থান সিলেটের শ্রীমঙ্গল এবং উষ্ণতম স্থান নাটোরের লালপুর।

এক নজরে বাংলাদেশ

উৎপত্তি	বঙ্গ-বাঙ্গালা-বাঙ্গালা-সুবাহ-ই-বাঙালা-পূর্ববঙ্গ-পূর্ব পাকিস্থান-বাংলাদেশ
স্বাধীনতা লাভ	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
সরকারী নাম	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (ঞযব চবড়ঢ়ষবহং জবঢ়ঁনষরপ ড়ভ ইধহমষধফবংয)
রাজধানী	ঢাকা
বাণিজ্যিক রাজধানী	চট্টগ্রাম
রাষ্ট্র ভাষা	বাংলা
রাষ্ট্র ধর্ম	ইসলাম (১৯৮৮ থেকে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে)
ধর্ম (জনসংখ্যা)	মুসলমান ৮৯.৭%, হিন্দু ৯.২%, বৌদ্ধ ০.৭%, খৃষ্টান ০.৩%, অন্যান্য ০.১% (আদম শুমারী-২০০১)
আয়তন	১,৪৭,৫৭০ কিঃমিঃ/ ৫৬,৯৯৭ বর্গ মাইল
আয়তনে বিশ্ব	৯০ তম
সরকার পদ্ধতি	সংসদীয় সরকার পদ্ধতি (বহু দলীয় গণতন্ত্র ও এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা)
ভৌগলিক অবস্থান	২০° ৩৪র্ থেকে ২৬°৩৮র্ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১র্ থেকে ৯২°৪১র্ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
সীমানা	উত্তর ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গ অবস্থিত।
সীমান্ত দৈর্ঘ্য	মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কি. মি। এর মধ্যে মোট স্থলসীমা ৪৪২৭ কি.মি এবং সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কি.মি। ভারতের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কি,মি এবং মায়ানমারের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৭৯ কি.মি। অমীসাংসীত সীমান্ত- ৬.১ কি. মি (সূত্র: ইউজ)
ভারত-বাংলাদেশের নদী সীমান্ত	১৮৫ কি.মি
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে	১১১টি।
ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ছিটমহল	৫১ টি
সীমান্ত জেলা	৩২ টি।
বিভাগ	৭টি।
জেলা	৬৪ টি
উপজেলা	৪৮৩ টি

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ইউনিয়ন	৪,৮৮৪টি
গ্রাম	৮৭,৩১৯ টি
সিটি কর্পোরেশন	৬টি
মোট জনসংখ্যা	১২,৯২,৪৭,২৩৩ জন (২০০১ আদম শুমারী) বর্তমানে ১৬ কোটি ২২ লক্ষ জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে (১১ মার্চ ২০০৯ সাল)। ১৪.৪২ লক্ষ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-০৯)
জনসংখ্যায় বিশ্বে	৭ম (মুসলিম বিশ্বে ৩য়, এশিয়ায় ৫ম, সার্কভুক্ত ৩য়)।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৪৮% আদম শুমারী ২০০১, ১.২৬ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-০৯)
মানুষের গড় আয়ু	৬৬.৭ বছর (অর্থনৈতিক সমীক্ষা)
মাথাপিছু আয়	৬৯০ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ	১৩,০০০ (তের হাজার) টাকা।
জলবায়ু	নাতিশীতোষ্ণ ও সমভাবাপন্ন
বার্ষিক গড়তাপমাত্রা	২৫.৭০° সে. (শীতকালে ১৭.৮° এবং গ্রীষ্মকালে ২৭.৮°)
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	২৩০ সে.মি
মোট নদ-নদী	২৩০ টি
ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	৪টি (বেতবুনিয়া, তালিবাবাদ, মহাখালি, সিলেট)
আবহাওয়া কেন্দ্র	০৪টি (ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার, খেপুপাড়া)।
সাক্ষরতার হার	৬৫.৫% (ব্যানবেইস রিপোর্ট ৭+). ৬৩% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ০৯)
স্থানীয় সময়	গ্রীনিচ মান সময়+৬ ঘণ্টা
প্রধান শস্য	ধান, গম, চা, তামাক, আলু ইত্যাদি
প্রধান আমদানি দ্রব্য	খাদ্য সামগ্রী, অপরিশোধিত তৈল, শিল্পের কাঁচামাল, কলকব্জা, রাসায়নিক, ইকুইপমেন্ট খুচরা যন্ত্রাংশ, সার, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি।
প্রধান রপ্তানি দ্রব্য	তৈরি পোষাক, কাঁচা পাট ও পাটজাত সামগ্রী, চা, চামড়া, হিমায়িত চিংড়ি, ইউরিয়া, নিউজপ্রিন্ট, মসলা প্রভৃতি।
আন্তজার্তিক মাতৃভাষার মর্যাদা লাভ	১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ (ইউনস্কো, প্যারিস)
ক্রিকেটে টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ	২৬ জুন ২০০০
স্থুল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৬.৩ জন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-০৯)
স্থুল জন্মহার (প্রতিহাজারে)	২০.৯ জন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ০৯)
মাথাপিছু জমির পরিমাণ	০.২৫ একর (১৯৯১)

www.bcsourgoal.com.bd

সর্ব দক্ষিণের জেলা	কক্সবাজার
সর্ব উত্তরের জেলা	পঞ্চগড়
সর্ব পশ্চিমের জেলা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
সর্বপূর্বের জেলা	বান্দরবান
সবচেয়ে উত্তরের থানা	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়
সবচেয়ে উত্তর পূর্ব কোণের থানা	জকিগঞ্জ (সিলেট)
সবচেয়ে দক্ষিণের থানা	টেকনাফ, কক্সবাজার।
সবচেয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে কোণের থানা	শ্যামনগর, (সাতক্ষিরা)
সবচেয়ে পূর্বের থানা	থানচি (বান্দরবন)
সবেচেয়ে পশ্চিমের থানা	শিবগঞ্জ (নবাবগঞ্জ)
সবচেয়ে উত্তরের স্থান	বাংলা বান্ধা (তেতুলিয়া, পঞ্চগড়)
সর্ব দক্ষিণের স্থান	ছেঁড়াদ্বীপ, (কক্সবাজার)
সর্ব পূর্বের স্থান	আখানইঠং
সর্বপশ্চিমের স্থান	মনাকশা
সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত	সিলেট জেলার লালখালে (৬৩৭.৫ সে,মি)
সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত	নাটোর জেলার লালপুর (১১৭.৫ সে,মি)
উষ্ণতম মাস	এপ্রিল
শীতলতম মাস	জানুয়ারী
শীতলতম স্থান	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
উষ্ণতম স্থান	লালপুর, নাটোর
সমুন্দবন্দর	২টি, চট্টগ্রাম ও মংলা (প্রস্তাবিত ৩য় সমুদ্র বন্দর সোনাদিয়া)
আন্তজার্তিক বিমান বন্দর	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দর
দেশী সংবাদ সংস্থা	ইউ,এন,বি বাসস
সবচেয়ে বেশী ঘনবসতিপূর্ণ জেলা	ঢাকা
সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ জেলা	বান্দরবন (৬৫ জন প্রতি বর্গ কি.মি.)

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

ছিটমহল সমূহ

☆ বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের ছিট মহল রয়েছে ১১১টি। ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ছিটমহল রয়েছে ৫১ টি।

☆ ভারতের সব চাইতে বেশি ছিটমহল রয়েছে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় (৫৯টি) পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি, নীলফামারি ৪টি।

☆ বাংলাদেশের সবকটি ছিটমহলই ভারতের পশ্চিমে বঙ্গের কুচবিহার জেলার অর্ন্তগত।

☆ দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত। দহগ্রামের আয়তন হচ্ছে ৩৫ বর্গ মাইল।

সীমান্তবর্তী এলাকা

সমূহের অবস্থান

এলাকা	অবস্থান
পাদুয়া	সিলেট
জৈমত্মাপুর	সিলেট
জকিগঞ্জ	সিলেট
রৌমারি	কুড়িগ্রাম
দহগ্রাম	লালমনিরহাট
পাটগ্রাম	লালমনিরহাট
বেনাপোল	যশোর
চিলাহাটী	নীলফামারী
হালুরঘাট	ময়মনসিংহ
বিলোনিয়া	ফেনী
বেরুবাড়ী	পঞ্চগড়
হাতীবান্ধা	লালমনির হাট
কলারোয়া	সাতক্ষীরা
ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া
বড়লেখা	মৌলভীবাজার
চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ

স্থলবন্দর

এলাকা	অবস্থান
বেনাপোল	যশোর
সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
হিলি স্থল বন্দর	দিনাজপুর
ভোমরা স্থল বন্দর	সাতক্ষীরা
কসবা স্থল বন্দর	বি-বাড়ীয়া
বুড়িমারী স্থল বন্দর	লালমনিরহাট
বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর	পঞ্চগড়
হাতীবান্ধা স্থল বন্দর	লালমনিরহাট
দর্শনা	চুয়াডাঙ্গা
বিরল	দিনাজপুর
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ
তামাবিল	সিলেট
আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
টেকনাফ	কক্সবাজার
বিলোনিয়া	ফেনী

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd

আবহাওয়া ও জলবায়ু

☆ ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

☆ বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবপন্ন

☆ কর্কটক্রানন্ত রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে। এটি ঝিনাইদহ থেকে ঢাকা দিয়ে কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে চলে গেছে।

☆ দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বর্ষাকালে বাংলাদেশের প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় সিলেটের লালখান আর সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় নাটোরের লালপুরে।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম জেলা রাজশাহী এবং সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান নাটোরের লালপুর। অন্যদিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে শীতলতম জেলা সিলেট এবং শীতলতম স্থান শ্রীমঙ্গল।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস এপ্রিল সবচেয়ে শীতলতম মাস জানুয়ারি।

☆ বাংলাদেশে মোট ৬টি ঋতু। বাংলাদেশে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্ম, জুন থেকে অক্টোরব পর্যন্ত বর্ষাকাল, নভেম্বর থেকে জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শীতকাল।

☆ ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত বাংলাদেশে আবহাওয়া অফিস প্রতিরক্ষা মন্ত্রানালয়ের অধিনে।

☆ বাংলাদেশর বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে.মি।

☆ সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত্রি হচ্ছে ২৩ জুন। সবচেয়ে ছোট দিন ও বড় রাত্রি হচ্ছে ২২ ডিসেম্বর এবং দিবারাত্রি সমান ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।

☆ আবহাওয়া কেন্দ্র ৪টি (ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার, খেপুপাড়া)

☆ আবহাওয়া অধিদপ্তর- ঢাকার আগারগাঁও, বাতিঘর-কুতুবদিয়া

☆ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর-প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ের অধীন

☆ ঘূর্ণিঝড় ও দূর্যোগের ক্ষেত্রে বাংরাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র- ঝচঅজঝঙ

☆ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বুর‍্যে প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৩

☆ কালবৈশাখী ঝড়ের কারণ-উত্তর পশ্চিম বায়ু

☆ ইধহমষধফবংয ঊহারৎড়হসবহঃ গধহধমবসবহঃ ঋড়ৎধস (ইঊগঋ) বাংলাদেশ পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন।

☆ ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের মার্কিন যে ট্রান্সফোর্স আসে তার নাম ছিল- অপারেশন সি এঞ্জেল

☆ এ যাবতকালে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল- ১৯৭২ সালের ১৮মে, ৪৫.১ ডিগ্রি সে. (রাজশাহীতে)

☆ বাংলাদেশের শীতকালের বৈশিষ্ট্য- শুল্ক আবহাওয়া, কম বৃষ্টিপাত, প্রচুর শাকসবজি পাওয়া যায়

☆ আবহাওয়া দপ্তর কমপক্ষে কতঘন্টা পূর্বে বিপদ সংকেত দেয়?- আঘাত হানার পর ১৮ ঘন্টা পূর্বে।

নদ-নদী

শাখা প্রশাখা সহ বাংলাদেশে নদ-নদী সংখ্যা ৭০০ না থাকলে ২৩০ টি।

☆ বাংলাদেশের আন্ত:সীমান্ত নদী রয়েছে ৫৭ টি। এর মধ্যে ভারত বাংলাদেশে অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৪টি এবং মায়ানমার বাংলাদেশ অভিন্ন নদী হচ্ছে তিনটি।

☆ বাংলাদেশ ভারতকে বিভাজনকারী নদী হচ্ছে হাড়িয়াভাঙ্গা এবং বাংলাদেশ মায়ানমারকে বিভক্তিকারী নদী হচ্ছে নাফ।

☆ বাংলাদেশের সব চেয়ে দীর্ঘতম নদী মেঘনা, সবচেয়ে প্রশস্ত নদী, মেঘনা এবং সবচেয়ে খরস্রোতা নদী কর্ণফুলী।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

☆ বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী একমাত্র নদী কুলিক।

☆ বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর- নারায়ণগঞ্জ

☆ নদ-২টি (ব্রহ্মপুত্র, কপোতাক্ষ)

☆ উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম-বরাক নদী

☆ নদী সমূহ যেভাবে প্রবাহিত- সর্পিল/বিনুনি গতিতে

☆ ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা- যমুনা

☆ তিস্তানদী বাংলাদেশে প্রবেশ করছে নীলফামারী জেলার মধ্য দিয়ে ১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পের কারণে ব্রহ্মপুত্র বিভক্ত হয়ে যমুনা নদীর সৃষ্টি পদ্মা- গঙ্গা নদীর শাখা নদী

☆ পদ্মা নদীর শাখা নদী- কপোতাক্ষ

☆ যে নদী বাংলাদেশের ভেতরে দুভাবে বিভক্ত হয়ে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মিলিত হয়- মেঘনা

☆ মেঘনা নদী পতিত হয়- বঙ্গোপসাগরে

☆ বাংলাবান্ধা যে নদীর তীরে অবস্থিত-মহানন্দা

☆ ভূমিকম্পের কারণে ১৭৮৭ সালে যে নদীর স্রোত পরিবর্তন হয়ে যমুনা নদীতে পতিত হয়- পুরাতন ব্রাহ্মপুত্র

☆ এক কিউসেক-প্রতি সেকেন্ডে ১ ঘনফুট পানির প্রবাহ

☆ মংলা বন্দর-পশুর নদীর তীরে (বাগের হাট জেলায়)

☆ চট্টগ্রাম বন্দর- কর্ণফুলি নদীর মোহনায়

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নদ-নদীঃ

☆ যে নদীতে জোয়ার-ভাঁটা হয় না- গোমতী, কুমিল্লা

☆ যে নদীতে পাশাপাশি দুই রং এর স্রোত দেখা যায়- যমুনা

☆ বাংলাদেশের একমাত্র খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলি

☆ যে নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে- কর্ণফুলি

☆ প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন ক্ষেত্র কোনটি?- হালদা নদী (চট্টগ্রাম)

☆ বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশেই সমাপ্ত নদী- সাংগু ও হালদা।

☆ যে নদীর মানুষের নামে রাখা হয়েছে- রূপসা (রূপসালাল সাহার নামে)

☆ সুরমা ও কুশিয়ারা মিলিত হয়ে নাম ধারণ করেছে- কালনি

☆ নাফ নদীর দৈর্ঘ্য- ৫৬ কি.মি

☆ দীর্ঘতম নদ- ব্রহ্মপুত্র

☆ দীর্ঘতম নদী- মেঘনা

☆ প্রশস্ততম নদী- মেঘনা

☆ যমুনা নদীর পূর্বনাম ছিল- জোনাই

☆ বাংলাদেশের গভীরতম নদী- মেঘনা।

☆ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম নদী- গোবরা (৪ কি.মি)

www.bcsourgoal.com.bd

বিভিন্ন নদীর বর্তমান নাম ও পূর্ব নাম

এলাকা	অবস্থান
যমুনা	জোনাইনদী
বুড়িগঙ্গা	দোলাই নদী/ দোলাই খাল
ব্রহ্মপুত্র	লৌহিত্য
পদ্মা	কীর্তিনাশা

নদ-নদীর মিলনস্থল

মিলিত নদ-নদী	স্থান	নামধারণ
পদ্মা+যমুনা	গোয়ালন্দা	পদ্মা
পদ্মা+মেঘনা	চাঁদপুর	মেঘনা
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র+মেঘনা	ভৈরববাজার	মেঘনা
তিস্তা+ব্রহ্মপুত্র	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র
সুরমা+কুশিয়ারা	হবিগঞ্জ	কালনি

নদ/উপনদী/শাখানদী/ প্রশাখা

নদী	উপনদী	শাখা নদী	প্রশাখা
পদ্মা	মহানন্দা টাঙ্গন, পূণর্ভবা, নাগর, কুলিক	ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, আড়িয়াল খাঁ ইছামতি, গড়াই, কুমার, বড়াল	পশুর, মধুমতি, কপোতাক্ষ
মেঘনা	গোমতি, কংশ, সোমেশ্বরী	তিতাস, ডাকাতিয়া	
ব্রহ্মপুত্র	তিস্তা	পুরাতন বৃহ্মপুত্র	বুড়িগঙ্গা
যমুনা	করতোয়া, ধরলা, সুবনসিঁড়ি, হুরাসাগর	ধলেশ্বরী	শীতলক্ষ্যা
তিসত্মা	পুনর্ভবা, আত্রাই, করতোয়া		
গোমতী	ডাকাতিয়া	উুড়ি	
আত্রাই	ফকিরনী, বড়াল, করতোয়া		
ভৈরব	কপোতাক্ষ, ইছামতি	বেতনা	
মহানন্দা	পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন		
কর্ণফুলী	কাসালং, মইনী, চিংড়ি, রানখিয়াং	শাইলখ বোয়ালখালী	

www.bcsourgoal.com.bd
tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd

নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

নদ-নদী	উৎপত্তিস্থল
পদ্মা	হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ
ব্রহ্মপুত্র	তিববতের মানস সরোবর
মেঘনা	আসামের নাগা ও মনিপুর পাহাড়
কর্ণফুলী	আসামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ উপতাক্য
সাঙ্গু	পার্বত্য ত্রিপুরা পাহাড়
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
ফেণী	পার্বত্য ত্রিপুরা পর্বত
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত
হালদা	খাগড়াছড়ির বদনাতলী পর্বত
যমুনা	কৈলাশ শৃঙ্গের মাসন সরোবর হ্রদ থেকে

নদ-নদীর প্রবেশ মুখ

নদ-নদী	যে জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশশ করেছে
পদ্মা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
মেঘনা (সুরমা ও কুশিয়ারা)	সিলেট
ব্রহ্মপুত্র	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
ইাফ	টেকনাফ, কক্সবাজার
কর্ণফুলী	রাঙ্গামাটি
সাঙ্গু, মাতামহুরী	বান্দরবন
তিস্তা	নীলফামারী

কোন্ শহরে/ জেলা কোন্ নদীর তীরে

জেলা/শহর	নদী
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা
কুমিল্লা	গোমতী
সিরাজগঞ্জ	যমুনা
ময়মনসিংহ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
চাঁদপুর	মেঘনা
নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা
বগুড়া	করতোয়া
চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

সিলেট	সুরমা
খুলনা	ওপসা
রংপুর	তিস্তা
কুষ্টিয়া	গড়াই
বরিশাল	কীর্তনখোলা
মুন্সিগঞ্জ	ধলেশ্বরী
গাজীপুর	তুরাগ
পঞ্চগড়	করতোয়া
রাজবাড়ী	পদ্মা
রাজশাহী	পদ্মা
মাদারীপুর	পদ্মা
ঝালকাঠি	বিশখালী
কুড়িগ্রাম	অরলা
এংলা	ঈশুর
পটুয়াখালী	ঈায়রা
নাটোর	আত্রাই
গোয়ালন্দা	পদ্মা
কুষ্টিয়া	গড়াই
ফেঞ্চুগঞ্জ	কুশিয়ারা
পঞ্চগড়	করতোয়া
বাংলাবান্ধা	মহানন্দা
যশোর	কপোতাক্ষ
দিনাজপুর	পূণর্ভবা
টঙ্গী	তুরাগ
কক্সবাজার	ইাফ
লালবাগের কেলা	বুড়িগঙ্গা
মেহেরপুর	ইছামতি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইছামতি
জিয়া সার কারখানা	মেঘনা

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

পাহাড়-পর্বত ও উপতাক্য

☆ বাংলাদেশের পাহাড় সমূহ টাইসিয়ারী যুগে গঠিত হয়।
☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম ও উঁচু পাহাড় ময়মনসিংহের গারো পাহাড় (৬১০ মি. ২০০০ ফুট)
☆ কুলাউড়া পাহাড় মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। এখানে ইউরোনিয়াম পাওয়া গেছে।
☆ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে চন্দ্রনাথের পাহাড় অবস্থিত। এটি হিন্দুদের একটি তীর্থ স্থান।
☆ লালমাই পাহাড় অবস্থিত কুমিল্লায়।
☆ চিম্বুক পাহাড় অবস্থিত বান্দরবনে।
☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ- বিজয় তাজিংডং উচ্চতা- ৪০৩৯ ফুট (১২৩১ মিটার), অবস্থান- বান্দরবান।
☆ ২য় উচ্চতম শৃঙ্গ- কেউক্রাডং (বান্দরবন)
☆ চন্দ্রনাথ পাহাড়- সীতাকুন্ড (হিন্দুদের তীর্থস্থান)
☆ বাংলাদেশের পাহাড় গুলোর গড় উচ্চতা- ২০৫০ ফুট।
☆ বাংলাদেশের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে- পেটটেকটোনিক প্রক্রিয়ায়
☆ বাংলাদেশের পাহাড় কোন শ্রেণীর?- ভাঁজ পর্বত শ্রেণীর
☆ লালমাই পাহাড়ের আয়তন- ৩৩.৬৫ বর্গ কি.মি ও গড় উচ্চতা- ১৫ মিটার।
☆ খাগড়াছড়ি পাহাড়ের উঁচু পাহাড়- আলু ঢিলা।
☆ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড় বেষ্টিত দ্বীপ- মহেশখালি
☆ বাংলাদেশের পাহাড় গুলো মূলত- বেলে পাথর, সেলপাথর ও কর্দম দ্বারা গঠিত।
☆ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় পাহাড়গুলো "আরকান ইয়োমা" পর্বতের শ্রেণী ভুক্ত।
☆ প্লাইয়োস্টোসিন যুগের পাহাড়- লালমাই ও গারো পাহাড়
☆ উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড় সমূহের স্থানীয় নাম- ঢিলা
☆ দেশের বৃহত্তম ইকো পার্ক যে পাহাড়ে অবস্থিত- সিতাকুন্ড পাহাড়ে।
☆ কালাপাহাড় বলে খ্যাত বা পাহাড়ের রাণীও বলা হয়- চিম্বুক পাহাড়।
☆ চট্টগ্রাম শহরের সর্বোচ্চ পাহাড়- বাটালি পাহাড়।

tanbircox.blogspot.com

উলেখযোগ্য কয়েকটি উপতাক্যর অবস্থান

উপত্যকা	অবস্থান
বলিশিয়া ভ্যালি	মৌলভীবাজার
হালদা ভ্যালি	খাগড়াছড়ি
সাঙ্গু ভ্যালি	চট্টগ্রাম
মাইনীমুখ ভ্যালী	রাঙ্গামাটি
ভেঙ্গী ভ্যালী	রাঙ্গামাটি
নাপিতখালি ভ্যালি	কক্সবাজার

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ঝরনা ও জলপ্রপাত

☆ বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরনা অবস্থিত কক্সবাজার হিমছড়ি পাহাড়ে।

☆ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গরম পানির ঝরনা রয়েছে।

☆ দেশের একমাত্র জলপ্রপাত হচ্ছে মৌলভীবাজার জেলায় মাধবকুন্ড জলপ্রপাত। এটি উৎপত্তি হয়েছে বড় লেখা উপজেলার পাথরিয়া পাহাড় থেকে। এটির উচ্চতা ২৫০ ফুট।

হাওড়, বিল ও চর

☆ বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি হাওড় আছে সুনামগঞ্জে।

☆ বাংলাদেশের সবচাইতে বড় হাওড় সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়া হাওড়।

☆ হাকালুকি হাওড়ের অবস্থান মৌলভীবাজার জেলায়।

☆ হাইল হাওড় অবস্থিত- মৌলভীবাজার

☆ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল চলন বিলের অবস্থান হচ্ছে পাবনা ও নাটোর জেলায়।

☆ বিল ডাকাতিয়ার অবস্থান খুলনা জেলায়।

☆ চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- আত্রাই।

☆ তামাবিল- সিলেটে।

☆ বাংলাদেশের তিনটি বড় বিলের নাম- চলন বিল, ডাকাতিয়া ও তামা বিল।

☆ বাংলাদেশের মিঠা পানির মাছের প্রধান উৎস- চলন বিল।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওড়- হাকালুকি, মৌলভীবাজার।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী হাওড়- সুনামগঞ্জে।

tanbircox.blogspot.com

কতিপয় বিখ্যাত চরের অবস্থান

চর	অবস্থান
চরফ্যাশন,চর নিউটন, জংলী, মনপুরা, চরজহির উদ্দিন চরতমিজ উদ্দিন, চর কুকড়িমুকড়ি	ভোলা
উড়ির চর, চরশ্রীজনী, চর শাহবানি	হাতিয়া, নোয়াখালী
চর গজারিয়া, চর আলেকজান্ডার	লক্ষীপুর
দুবলারচর, পাটনীর চর	সুন্দরবন
নির্মল চর	রাজশাহী।
মুহুরীর চর	ফেনী জেলা।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

দ্বীপ সমূহ

☆ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
☆ বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা।
☆ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ হচ্ছে মহেশখালী।
☆ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন।
☆ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ ছেঁড়াদ্বীপ।
☆ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম পূর্বাশা/ নিউমুর।
☆ নিঝুমদ্বীপ অবস্থিত মেঘনা নদীর মোহনায়।
☆ সেন্টমার্টিন দ্বীপের অন্য নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা।
☆ মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ- যশোর- কুষ্টিয়া অঞ্চল।
☆ কৃত্রিম উপায়ে বঙ্গোপসাগরের চর জাগানো সম্ভব- ক্রস ড্যাম পদ্ধতিতে।
☆ সন্দীপ বিখ্যাত- প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরী হতো বলে।
☆ দেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দর বন।
☆ নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত- বঙ্গোপসাগরের উপকূলে।
☆ অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল- সুন্দরবন।

বিভিন্ন স্থানের পূর্বনাম, স্থাপত্য ও স্থপতি, বাংলাদেশের প্রথম এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান সমূহের বর্তমান ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ
সিলেট	জালালাবাদ/ শ্রীহট্ট
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
কুমিল্লা	ত্রিপুরা
ঢাকা	জাহাঙ্গীর নগর/ ঢাবেক্কা
নোয়াখালী	সুধারাম/ ভুলুয়া
মহাস্থানগড়	পুন্ডুবর্ধন
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
চট্টগ্রাম	ইসলামবাদ/ পোর্টগ্রান্ড
মুজিবনগর	বৈদ্যনাথতলা
দিনাজপুর	গন্ডোয়ানাল্যান্ড
খুলনা	জাহানাবাদ
কুষ্টিয়া	নদীয়া

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

ফরিদপুর	ফাতেহাবাদ
ময়নামতি	রোহিতগিরি
বাগেরহাট	খলিফাবাদ
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর
যশোর	খলিফাবাদ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গৌড়
গাজীপুর	জয়দেবপুর
উত্তর বঙ্গ	বরেন্দ্র ভূমি
কক্সবাজার	ফালকিং
গণভবন	করতোয়া
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
জামালপুর	সিংহজানী
শাহজালাল আন্তজার্তিক বিমান বন্দর	কুর্মিটোলা বিমান বন্দর
নোয়াখালী-কুমিল্লা জেলা	সমতট
ফেনী	শমসের নগর
রাঙামাটি	হরিকেল
শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর
সাভার	সাভাউর
সাতক্ষীরা	সাতঘারিয়া

স্থাপত্য ও স্থপতি

স্থাপত্য	স্থপতি	অবস্থান
জাতীয় স্মৃতি সৌধ	মাইনুল হোসেন	সাভার
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	সৈয়দ হামিদুর রহমান	ঢামেক
অপাজয় বাংলা	সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	ঢাঃবিঃ
দোয়ে লচত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	কার্জন হল, ঢাঃ বিঃ
শাপলা চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	মতিঝিল, ঢাকা
সার্কফোয়ারা	নিতুন কুন্ডু	পান্থপথ, ঢাকা
সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুন্ডু	রাঃ বিঃ
দুর্জয়	মৃনাল হক	রাজারবাগ, ঢাকা
শিশু পার্ক	সামসুল ওয়ারেস	শাহবাগ, ঢাকা
বায়তুল মোকারম	আবুল হোসেন মোঃ থারিয়ানী	ঢাকা
শাহজালাল আমত্মজার্তিক বিমান বন্দর	লারোস	কুর্মিটোলা, ঢাকা
কামলাপুর রেলস্টেশন	ববুই	কমলাপুর, ঢাকা

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

গোল্ডেন জুবেলী টাওয়ার	মৃনাল হক	রাঃ বিঃ
জাগ্রত চৌরাঙ্গী স্মৃতি সৌধ	গাজীপুর	আব্দুর রাজ্জাক
তিন নেতার মাজার	ঢাকা	মাসুদ আহমেদ
মুজিব নগর স্মৃতি সৌধ	মেহেরপুর	তানভীর কবির
চেতনা ৭১	কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন	মোঃ ইউনুছ
জাতীয় সংসদ ভবন	শেরে বাংলা নগর	লুই আইকান
জাতীয় জাদুঘর	শাহবাগ ঢাকা	মাহবুবুল হক ও মোসত্মফা কামাল
টি,এস,সি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	কনস্টাইন ডক্সইডিস
দূরমত্ম	শিশু একাডেমী ঢাকা	সুলতানুল ইসলাম
নারী শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান
বোটানিক্যাল গার্ডেন	মিরপুর চিড়িয়াখানা	সামসুল ওয়ারেস
বলাকা	মতিঝিল, ঢাকা	মৃণাল হক
মা ও শিশু	মুজিব হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	নভেরা আহমেদ
মুক্ত বাংলা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া	রশিদ আহমেদ
মিশুক	শাহবাদ, ঢাকা	হামিদুজ্জামান
রাজু স্মৃতি ভাস্কার্য	টি, এস,সি ঢাকা বিঃ	শ্যামল চৌধুরী
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টি এস সি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শামীম সিকদার
সংশপ্তক	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান
ভাসানী নভোথিয়েটার	বিজয় স্মরণীর মোড়	আলী ইমাম
বিজয়-৭১	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	শ্যামল চৌধুরী
৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	ভাস্কর রাশা
বীরের প্রত্যাবর্তন	বড্ডা, ঢাকা	সুদীপ্ত মলিক সুইডেন

ম্যুরাল চিত্র

নাম	শিল্পী
ওসমানী মিলনায়তন	আমিনুল ইসলাম
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সম্মুখে	শামীম সিকদার
শাহজালাল বিমান বন্দরের সম্মুখে	শামীম সিকদার
ঢাকা সেনানিবাস গেট নং- ৩	শামীম সিকদার
বিজয় স্মরণীয় ম্যুরাল	আব্দুর রাজ্জাক

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd